১১৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..2 1 DEC 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩......

রাজধানীর প্রাইমারি স্কুলগুলোতে বেতন বৃদ্ধির মৌসুম শুরু

শরিফুজ্জামান পিন্টু

রাজধানীর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন বৃদ্ধির মৌসুম শুরু হয়েছে। নতুন বছর সামনে রেখে নামীদামী কিছুসংখ্যক কিন্ডারগার্টেন ইতোমধ্যে ইচ্ছামাফিক বেতন ও ফিস বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। অসহায় অভিভাবকরা এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছেন। বেতন কমানোর দাবি জানাতে গিয়ে অভিভাবকরা কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কিন্ডারগার্টেনে বেতন ও ফিস বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারী কোন নিয়মনীতি না থাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কোন জবাবদিহিতা করতে হয় না। অভিভাবকদের সম্মতি ও সামর্থ না থাকলেও ধার্য করা হচ্ছে ইচ্ছামতো বেতন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় পাঁচ মাস আগে কিন্ডারগার্টেনগুলোর জন্য খসড়া নীতিমালা করলেও তা চূড়ান্ত করা হয়নি।

এদিকে বেতন বাড়ানোর আতঙ্কে অভিভাবকদের এখন নাভিশ্বাস। একদিকে নামকরা কিন্ডারগার্টেনে সন্তানকে পড়াবার ঝোঁক, অন্যদিকে আর্থিকভাবে হয়রানি তাদের উভয় সঙ্কটে ফেলছে। কোন কোন কিন্ডারগার্টেন ইতোমধ্যে বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। আবার কোন কোনটি বেতন বাড়ানোর আগে কৌশলে অভিভাবকদের জানান দিচ্ছে যাতে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় এবং বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি মেনে নেয়।

সূত্র জানায়, রাজধানীতে ইংলিশ ও বাংলা মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা ১৭শ'। এসব কিন্ডারগার্টেনে মাসে সর্বনিম্ন দু'শ' টাকা থেকে সর্বোচ্চ দু'হাজার দু'শ' টাকা বেতন নেয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য ফিস।

রাজধানীর সানিডেল কিন্ডারগার্টেনে এ বছর প্রতিক্লাসে মাসিক বেতন বাড়ানো হয়েছে চার শ' টাকা। প্লে গ্রুপ থেকে কেজি টু পর্যন্ত বেতন ধার্য করা হয়েছে এক হাজার ছয় শ' টাকা। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক বেতন ধার্য করা হয়েছে এক হাজার সাত শ' টাকা।

বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব শাহজাদা মোহাম্মদ আলী বলেন, একটা সভ্য জগতে এ ধরনের কাজ নিন্দনীয়। তিনি বলেন, গোটা দশেক ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেনের জন্য সমগ্র কিন্ডারগার্টেন সম্পর্কে মানুষের বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে শাহজাদা মোহাম্মদ আলী বলেন, এ্যাসোসিয়েশনভুক্ত কিন্ডারগার্টেন অযৌক্তিকভাবে বেতন ও ফিস বাড়ায় না।

যদি বাড়ানোর দরকার হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তা করা হয়। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন; ইচ্ছামতো বেতন ভাতা বাড়ানো বন্ধ করার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ চাই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার চাইলেও এটা বন্ধ হবে না কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের পিছনে রয়েছে রাঘববোয়ালরা।